২১-০৫-১৮ প্রাত: মুরলী ওম শান্তি "বাপদাদা" মধুবন

"মিষ্টি বাচ্চারা :- তোমরা আত্ম - অভিমানী হও, এক বাবার শ্রীমতে চলতে থাকো, তোমাদের কুল হলো উচ্চ, তোমরা স্বদর্শন চক্রধারী হও"

প্রশ্ন :-- শিব শক্তি পাণ্ডব সেনাদের প্রতি বাবার নির্দেশ কি ?

উত্তর :-- বাবার নির্দেশ হলো ---- শ্রীমতে চলে তোমরা এই ভারতের জীবন নৌকা পার করো । "সর্ব ধর্মান্ পরিত্যজ্য মামেকম্ শরণং ব্রজ" অর্থাৎ (দেহ সহ দেহের সকল ধর্ম পরিত্যাগ করে) আমাকে স্মরণ করো । পবিত্র হয়ে অন্যদেরও পবিত্র করো । তোমরা শিব শক্তি, পাণ্ডব সেনা পবিত্র হয়ে নিজের তন - মন এবং ধনের দ্বারা ভারতকে স্বর্গ বানানোর সেবা করো । তোমরা শ্রীমতে চলে অহিংসার শক্তিতে ভারতের সত্যিকারের সেবা করো ।

গীত :-- ওম নমঃ শিবায় .....

ওম্ শান্তি । বাচ্চারা এই গীত শুনেছে । এ হলো নিরাকার শিব পরমপিতা পরমাত্মার মহিমা । তাঁকেই ভগবান বলা হয় । ভগবান একজনই হয় । ভারতবাসীদের অনেক ভগবান । তারা কুকুর, বিড়াল, পাথর, নুড়ি সবাইকেই ভগবান মেনে নেয় আবার নিজেকেও ভগবান মনে করে, তাই ভগবান বলেন এরা সকলেই নাস্তিক । পরমপিতা পরমাত্মার তো অনেক মহিমা, তিনি এই পতিত সৃষ্টিকে পবিত্র করেন অথবা কড়ি তুল্য কাঙ্গাল ভারতকে হীরের মুকুটে পরিণত করেন । এ হলো পাঁচ হাজার বছর আগের কথা যখন ভারত ডবল মুকুট ধারী ছিলো । এই কথা কে বোঝাচ্ছেন ? সেই পরমপিতা পরমাত্মা শিব, যাকে জ্ঞানের সাগরও বলা হয় । মহিমা হলো একমাত্র রচয়িতা বাবার, বাকি তো সবই হলো রচনা । ভারতবাসী বলে -- তুমি মাতা - পিতা, আমরা তোমার বালক । ভারতে অপার সুখ ছিলো, এখন তা আর নেই । এখন হলো আসুরী রাবণের সম্প্রদায় । প্রত্যেক নর - নারীর মধ্যে পাঁচ বিকার ব্যাপক,এতে রাজা - রাণী, সাধু - সন্ন্যাসী আদি সবই এসে যায় । কোনো না কোনো বিকার সকলের মধ্যে অবশ্যই আছে । এ তো হলো পতিত দুনিয়া, পতিত ভারত । সত্যযুগে এই ভারত পবিত্র ছিলো । পবিত্র গৃহস্থ ধর্ম, পবিত্র প্রবৃত্তি মার্গ ছিলো । এখন হলো অপবিত্র প্রবৃত্তি মার্গ । ভারত ছিলো ডবল মুকুটধারী, অথৈ ধন ছিলো, হীরে - জহরতের মহল ছিলো, পরের দিকে মুসলমান ইত্যাদিরা লুঠ করে নিজেদের মসজিদ, কবরস্থান ইত্যাদিতে হীরে জহরত লাগিয়ে দিয়েছে । ভারত তো এখন সম্পূর্ণ কাঙ্গাল হয়ে গেছে । আমাকে ভুলে যাওয়ার কারণে তারা নাস্তিক হয়ে গেছে । আমি তো ভারতবাসীদের দেবতা বানাই । এই মহিমাও করা হয় যে, তুমি মাতা - পিতা .....তাই অবশ্যই বাবার কাছ থেকেই স্বর্গের আশীর্বাদী বর্সা পাওয়া উচিত । তাঁর থেকে স্বর্গের অসীম সুখ পাওয়া যায় । বাবা বলেন --আমি তোমাদের স্বর্গের মালিক বানাই --- রাজযোগ আর জ্ঞান শিখিয়ে । পরম পিতা পরমাত্মা এসে আত্মাদের পড়ান, তিনি বলেন, তোমরা আত্ম - অভিমানী হও । এমন নয় যে পরমাত্ম - অভিমানী হও । এ হলো ভুল । ঈশ্বর কখনোই সর্বব্যাপী নন । বাবা হলেন শিব আর বাচ্চারা শালগ্রাম । দুইই পরমধামে থাকেন । তাই আমরা সবাই হলাম আত্মা । সন্ন্যাসীরা তবুও বলে দেয় - ব্রহ্মোহম, সব ব্রহ্মই ব্রহ্ম । বাকি সবই মিথ্যা । আমরাও ব্রহ্ম । এখন শ্রী শ্রী ১০৮ জগতগুরু, পতিত পাবন তো হলেন একজনই, তাঁকেই সদ্গুরু বলা হয় । যে পতিত দুনিয়াতে থাকে তাকে কিভাবে

পতিত পাবন বলা হবে ? এরা তো নিজেরাই পতিত তাহলে অন্যদের পবিত্র কিভাবে করবেন । যারা পূর্বে পবিত্র থাকে, তাদেরও বিয়ে করিয়ে আরো পতিত করিয়ে দেয় ।

এখন শিববাবা বলছেন -- বাচ্চারা,আত্ম - অভিমানী হও । নিজেকে আত্মা নিশ্চিত করো । বাবা এসেই তোমাদের রাজযোগ শেখান । শ্রীকৃষ্ণকে ভগবান বলা যেতে পারে না । তিনি হলেন দৈব গুণ সম্পন্ন মানুষ । তিনি সত্যযুগের প্রিন্স ছিলেন । পরম পিতা পরমাত্মার মহিমা অনেক বড় । তিনি নিজে আত্মাদের বলেন --- হে আত্মারা, তোমরা যখন সত্যযুগে ছিলে, তখন কতো পবিত্র ছিলে, এখন পতিত হয়ে গেছো । এখন আবার যদি তোমাদের সুখী হতে হয় তাহলে শ্রীমতে চলো । শ্রেষ্ঠর থেকে শ্রেষ্ঠ মত হলো ভগবানের । মানুষ তো একদিকে বলে দেয় ভগবান নাম - রূপ থেকে পৃথক আবার বলে দেয় যে, তিনি সর্বব্যাপী, একে বলা হয় ধর্মের গ্লানি । কেউই জানে না যে ভারতে আদি সনাতন দেবী - দেবতা ধর্ম ছিলো । সেই ধর্ম কে স্থাপন করেছিলো, কোনো জ্ঞানই নেই । বাবা আর বাবার রচনার আদি - মধ্য এবং অন্তকে জানেই না । মানুষই তো জানবে, পশু তো আর জানবে না । শিববাবাকেই বাবা বলা হয় । এরপর প্রজাপিতা ব্রহ্মার দ্বারা ব্রাহ্মণ কুলের স্থাপনা হয় । কোনো মানুষই জানে না যে, পরম পিতা পরমাত্মা আমাদের কিভাবে রচনা করেন এবং কিভাবে পালন করেন । প্রজাপিতা ব্রহ্মা হলেন মনুষ্য সৃষ্টির রচয়িতা, আবার পরম পিতা পরমাত্মাকেও সৃষ্টিকর্তা বলা হয় । তিনি হলেন আত্মাদের বাবা । তাহলে সবাই হলো শিবের সন্তান ব্রহ্মাকুমার - কুমারী । আশীর্বাদী বর্সা সেই মাতা - পিতার থেকে পাওয়া যায় । বাবা বলেন, আমি যেহেতু তোমাদের জন্ম দিয়েছি তো স্মরণ তো আমাকেই করতে হবে আর আশীর্বাদী বর্সাকেও স্মরণ করো । মৃত্যু তো সামনেই উপস্থিত । মৃত্যুর সময় মানুষ বলে ভগবানকে স্মরণ করো । এখন ভগবান নিজে বলেন -- -বাচ্চারা, তোমরা আমার শ্রীমতে চলো । এক হলো যাদবদের মত আর এক হলো কৌরবদের মত । এ হলো পাণ্ডবদের মত । পাণ্ডবদের মত হলো ঈশ্বরীয় মত । গায়নও আছে যে বিনাশকালে বিপরীত বুদ্ধি । পাণ্ডবদের হলো প্রীত বুদ্ধি ।

তোমরা জানো যে -- এ হলো মিথ্যা খণ্ড । পাঁচ হাজার বছর আগে ছিলো সত্য খণ্ড । তখন দেবতারা রাজত্ব করতো । ভারতবাসী ছিলো সম্পূর্ণ বিশ্বের মালিক এখন যা আর নেই । এখন তোমরা আবার বিশ্বের মালিক হচ্ছো । সত্যযুগে ছিলো ওয়ার্ল্ড অলমাইটি অথরিটির রাজ্য, এখন তা আর নেই । বাবা বলেন, আমি আবার তা নতুন করে স্থাপন করছি । বাকি সব ধর্ম শেষ হয়ে যাবে । এখন তোমরা পতিত -পাবন পরমাত্মাকে স্মরণ করো আর নিজেদের আত্মা মনে করো । পাপ - আত্মা, পুণ্য - আত্মা বলা হয় । ভারতে সবাই ছিলো পুণ্য আত্মা, এখন সবাই পাপ - আত্মা । পুণ্য - পরমাত্মা বলা হবে না । বাচ্চারা, তোমাদের এখন ৮৪ জন্ম সম্পূর্ণ হয়েছে । এখন আমি এসেছি বাচ্চাদের ফিরিয়ে নিয়ে যেতে, আমি তোমাদের বেহদের বাবা, আবার শিক্ষকও । আমি তোমাদের বেহদের হিস্ট্রি - জিওগ্রাফির রহস্য বলে দিয়ে স্বদর্শন চক্রধারী বানাই । দেবতারা স্বদর্শন চক্রধারী হন না । ব্রাহ্মণদের হলো সবথেকে উচ্চ কুল । ব্রাহ্মণ তো হলো শিখা । তারা প্রজাপিতা ব্রহ্মার সন্তান যারা দেবতা হবে । বাবা বলেন, তোমরা আগে ব্রাহ্মণ ছিলে তারপর ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং শূদ্র হয়েছো । তোমরা পুনর্জন্ম নিয়ে এসেছো । এখন আমি আবার তোমাদের শিক্ষা দিয়ে দেবী - দেবতা বানাই । এই সময় ভারতবাসী সম্পূর্ণ কবরে শায়িত, অথচ তারা নিজেদের বড় বড় টাইটেল দেয় ---- সর্বোদয়া লীডার । সর্ব অর্থাৎ সম্পূর্ণ সৃষ্টির মনুষ্য মাত্রের উপর দয়া, এ তো কোনো মানুষ করতে পারে না । এক বাবাকেই নলেজফুল আর ব্লিসফুল বলা হয় । এখন বাবা বলেন - সর্ব ধর্মান

পরিত্যাজ্য ------ মামেকম্ স্মরণ করো তাহলেই যোগ অগ্নিতে তোমাদের বিকর্মের বিনাশ হবে । এমন নয় যে পতিত - পাবন হলো গঙ্গা । পতিত - পাবন হলেন একমাত্র বাবাই । এরা শিবশক্তি পাণ্ডব সেনা, যারা পবিত্র থাকে । এই ভারতের মাতারা হলো শিবশক্তি পাণ্ডব সেনা যারা তাদের তন - মন এবং ধনের দ্বারা এই ভারতকে স্বর্গ বানাচ্ছেন । একদিকে অহিংসা আর একদিকে হিংসা । ওরা কি করে আর তোমরা কি করো ? সেই স্মরণও আছে, পাঁচ হাজার বছর পূর্বে তোমরা যে সেবা করেছিলে, তার স্মৃতিচিহ্ন আছে । তোমরা সেবা করো । এ হলো জ্ঞান, এতে অন্ধ শ্রদ্ধার কোনো কথা নেই । তোমরা শিবের মন্দিরে যেতে কিন্তু জানতে না যে শিববাবা তো স্বর্গের রচয়িতা । তাই তাঁর থেকে অবশ্যই স্বর্গের আশীর্বাদী বর্সা পাওয়া উচিত । পরমাত্মা সবসময় তাঁর সন্তানদের সুখের বর্সা দেন, এই কারণেই সকলেই তাঁকে স্মরণ করে যে -- হে পতিত - পাবন এসো । হে বাবা, তুমি আবার এসে আমাদের স্বর্গের রাজ্য - ভাগ্য দাও, তুমি এসে আমাদের জীবন মুক্তি দাও । সদ্গতিদাতা একমাত্র ভগবানই । পবিত্র হয়ে অন্যদের পবিত্র বানানোর জন্য তোমরাই হলে সেই শিবশক্তি পাণ্ডব সেনা । তোমরাই শ্রীমতে চলে ভারতেই জীবন রূপী নৌকা পার করো । তোমরাই বাবার শ্রীমত পেয়েছো ----"সর্ব ধর্মান পরিত্যাজ্য ----মামেকম্ (আমাকে) স্মরণ করো । ওই বাবা হলেন সৎ - চিৎ --- জ্ঞানের সাগর, সুখের সাগর ----। তিনি আসেন বাচ্চাদের পড়াতে । বাবা আত্মাদের সাথে কথা বলেন । আত্মারা তা শোনে । আত্মাই সবকিছু করে । বাবা বলেন, তোমরাই সেই হারানিধি যারা অনেককাল আমার থেকে আলাদা হয়ে গেছো ----পরমধাম থেকে প্রথমে কোন্ আত্মারা আসে ? যাদের অন্ত পর্যন্ত এখানে থাকতে হবে । স্বর্গে আদিতে এই দেবী - দেবতারা ছিলেন । তাঁরাই সম্পূর্ণ ৮৪ জন্ম ভোগ করেছিলেন । পরম পিতা পরমাত্মা যখন আসেন তখন অনেকদিন ধরে তাঁর থেকে হারিয়ে যাওয়া আত্মারাই প্রথমে এসে বাবার থেকে আশীর্বাদী বর্সা নেয় । বাচ্চারা, গৃহস্থ জীবনে থেকে বাবাকে স্মরণ করো, কমল পুষ্পের সমান থাকো, শ্রীমতে চলে আবার এমন শ্রেষ্ঠ হও । অর্ধেক কল্প তোমরা অনেক সুখ ভোগ করেছিলে, তারপর মায়া রাবণ আসুরী মতে তোমাদের নামিয়ে দিয়েছে । যারা সূর্যবংশী ছিলো, তারাই চন্দ্রবংশী হয়েছিলো ----এখন আবার শূদ্র থেকে ব্রাহ্মণ হয়েছো । তোমরা হলে গুপ্ত । তোমাদের কেউই চেনে না । বেহদের বাপু জী বলেন ----আমি এই সম্পূর্ণ সৃষ্টির বাপু জী, স্বর্গ তো আমিই স্থাপন করবো । হদের বাপু জী বিদেশীদের তাড়িয়ে দিয়েছিলো । ইনি সবাইকে এই সৃষ্টি থেকে সঙ্গে নিয়ে চলে যান । এখন অনেক ধর্মের বিনাশ এবং এক ধর্মের স্থাপন হচ্ছে । এই সমস্ত ঘটনাকে তারাই বুঝবে যারা আগের কল্পে বুঝেছিলো । যারা সূর্যবংশী রাজ্যে আসে, তারা এসেই আবার রাজ্য করবে । এ হলো অনেক বড় ঝাড় । আদি সনাতন দেবী দেবতা ধর্মের চারা লাগছে এখন । কলিযুগ হলো কাঁটার জঙ্গল আর সত্যযুগ ফুলের বাগান । যারা একে অপরকে সুখ দেয়, তাদের বলা হয় দৈবী সম্প্রদায় । যারা দুঃখ দেয় তাদের বলা হয় আসুরী সম্প্রদায় । শিববাবা এসে শিবালয় স্থাপন করেন । তিনি তোমাদের স্বর্গের মালিক বানান । যে যত পুরুষার্থ করবে, সে তত উঁচু পদ পাবে । ভারতে প্রথমে দৈবী সম্প্রদায় ছিলো তারপর অসুরী সম্প্রদায় অথবা শূদ্র সম্প্রদায় হয়েছে । এখন আবার তোমরা দৈবী সম্প্রদায় হবে । এখন তোমরা ঈশ্বরীয় সম্প্রদায় হয়েছো এরপর দেবতা হবে । এই চক্রকে খুব ভালোভাবে বুঝতে হবে । আচ্ছা ।

মিষ্টি - মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা - পিতা, বাপদাদার স্মরণ -ভালোবাসা এবং সুপ্রভাত । বন্দে মাতরম্ । রুহানী বাবার রুহানী বাচ্চাদের নমস্কার ।

ধারণার জন্য মুখ্য সার :-

১) সবাইকে সুখ দিয়ে দৈবী সম্প্রদায়ের বানাতে হবে । আসুরী সম্প্রদায়ের কোনো কর্তব্য করো না । এই শিবালয়ের স্থাপনে সাহায্যকারী হতে হবে ।

২) আত্ম - অভিমানী হয়ে থাকতে হবে । গৃহস্থ জীবনে থেকে এক বাবাকেই স্মরণ করতে হবে । যোগ অগ্নিতে নিজের বিকর্ম দগ্ধ করতে হবে ।

বরদান :- রুহানী গোলাপ হয়ে চারিদিকে রুহানী সুগন্ধ ছড়িয়ে আকর্ষণ মূর্ত হও

সর্বদা এই স্মৃতি যেন থাকে যে আমি ভগবানের বাগানের রুহানী গোলাপ । রুহানী গোলাপ অর্থাৎ কখনোই রুহনিয়ত থেকে দূরে যায় না । যেমন ফুলের মধ্যেই সুগন্ধ থাকে, তেমনি তোমাদের সকলের মধ্যেও রুহানিয়তের সুগন্ধ এমন ভাবে সমায়িত আছে যে, অটোমেটিক চারিদিকে ছাড়াতে থাকে আর সবাইকে নিজের দিকে আকর্ষণ করে । এখন তোমরা এমন সুগন্ধযুক্ত বা আকর্ষণ মূর্ত হয়েছো তাই তোমাদের স্মরণ মন্দিরে ধূপের সুগন্ধের দ্বারা হয় ।

স্লোগান :-- পরোপকারী সে-ই যে, স্ব - পরিবর্তনের দ্বারা বিশ্ব পরিবর্তন করার নিমিত্ত হয় ।